দৈনিক জনকণ্ঠ

কক্সবাজারে প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশা
শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট

তোফায়েল আহমদ, *কক্সবাজার*

জেলার প্রাথমিক শিক্ষায় বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, দলাদলি ও দুর্নীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় দৈন্যদশা নেমে এসেছে। এছাড়াও রাজনৈতিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে।

মাসের পর মাস, এমনকি বছর ধরেও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করেন না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অবস্থাও অনুরূপ। শিক্ষাঙ্গনে কোন জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক দলাদলি প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ। তদারকির অভাবে শিক্ষকরা মর্জিমাফিক স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলোতে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অথচ বাড়ছে না স্কুল এবং স্কুলের আসন সংখ্যা। তাই উপচে পড়ছে প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রী। যেখানে ১শ' শিক্ষার্থীর জন্য ২ জন শিক্ষক রয়েছে সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা না বাড়লেও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। ফলে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

জেলার ৮টি উপজেলায় রয়েছে ৩শ' ৭৬টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল। রয়েছে ১শ' ৮০টি রেজিস্টার্ড, ৩৬টি আনরেজিস্টার্ড, ৩১টি কমিউনিটি এবং ১শ' স্যাটেলাইট প্রাইমারী স্কুল। জেলায় প্রাইমারী শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ৭শ' ৯৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ১ হাজার ২শ' ২২ জন এবং মহিলা শিক্ষক ৫শ' ৭৪ জন। শূন্য শিক্ষকের পদ রয়েছে ১শ' ৯৩টি। তাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ৫৩ জন এবং সহকারী শিক্ষক রয়েছে ১শ' ৪০ জন। জেলায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে ২টি এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে ৫টি। এমনকি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদটিও শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এসব স্কুলে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৭শ' ৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে

জেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা স্কুল পরিদর্শন করেন না

বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে। শুধু অজপাড়ার স্কুল নয়, উপজেলা সদরের অনেক ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোও প্রশাসনিক তদারকির অভাবে বর্তমানে লেখাপড়ায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। স্কুলগুলোর পরিচালনা কমিটিতে ঢুকে পড়েছে 'গ্রাম সরকার স্টাইলের' রাজনীতি। তাদের ধারণা শিক্ষক আর শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ আনা মানেই দল এবং সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা। তাই পরিচালনা কমিটি নাম মাত্র রয়েছে। কারও কোন ভূমিকাই নেই। উখিয়া উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী রত্নাপালং প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনপূর্বক উখিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার শংকর প্রসাদ দেব পরিদর্শন খাতায় লিখেছেন স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ এবং চুলাচুলির কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া লাটে উঠেছে। স্কুলের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ৬ জন শিক্ষয়িত্রী। তাঁরা সবাই স্থানীয় হওয়ায় প্রতিদিনই স্কুলে এসে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। গত ২৪ আগস্ট কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী 'চেয়ার' নিয়ে মারামারি এবং চুলাচুলিতে লিপ্ত হয়। এ সময় স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষয়িত্রীদের মারামারির কারণে স্কুলের অনেক ছাত্রছাত্রীও পালিয়ে যায়। গত ২৬ আগস্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে নীতিমতো হতবাক হয়ে পড়েন। তিনি পরিদর্শন খাতায় আরও লিখেছেন যে উপজেলা সদর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরের স্কুলটিতে গত ১০ মাসেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার একবারও পরিদর্শনে যাননি। উখিয়ার রত্নাপালং প্রাইমারী স্কুলের এ অবস্থা মফস্বলের প্রায় প্রতিটি স্কুলেই বিরাজ করছে।

তাছাড়াও রাজনৈতিক কারণে বদলির ফলে প্রাইমারী শিক্ষকরা হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। সরকার দল সমর্থিত বলে দাবিদার শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্কুলে বদলি হচ্ছেন। বদলি না করলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত হুমকি ধমকি দিয়ে থাকেন। এ সব কারণেও প্রাইমারী শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে না।